গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
সাধারণ শাখা-১

সিলেট বিভাগীয় জেলা প্রশাসক সমন্বয় সভার কার্যবিবরণী

সভাপতি	মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি বিভাগীয় কমিশনার
সভার তারিখ	১৫ মার্চ, ২০২১ খ্রি:
সভার সময়	সকাল ৯.০০ ঘটিকা
স্থান	ভিডিও কনফারেন্সিং এর মাধ্যমে স্ব স্ব সভা কক্ষ
উপস্থিতি	অনলাইন

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতির অনুমতিক্রমে অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) কার্যপত্র মতে সভার আলোচ্যসূচি উপস্থাপন করেন। সভায় বিগত সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন করা হলে তা সংশোধনী ব্যতীত অনুমোদিত হয়।

০২। সভায় গতমাসে গৃহীত সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা এবং নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়।

আলোচনা	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়ন
১. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন সম্পর্কিত প্রতিবেদন জেলাসমূহ থেকে যথাসময়ে পাওয়া গেছে। কার্যক্রমটি চলমান থাকায় যথাসময়ে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত অব্যাহত রাখার বিষয়ে সভায় আলোচিত হয়।	মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে বিভাগীয় কমিশনার সমন্বয় সভার সিদ্ধান্তসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির প্রতিবেদন যথাসময়ে প্রেরণ নিশ্চিত অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
২. ফৌজদারি কার্যবিধির আওতায় বিচারাধীন মামলা পর্যালোচনা: ক. সভায় জানানো হয় যে গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি আদালত পরিচালনা করা হচ্ছে, তবে হবিগঞ্জ জেলার অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট আদালতের প্রমাপ অর্জিত হয়নি। সভায় ফৌজদারি আদালত পরিচালনার প্রমাপ অর্জন নিশ্চিত করার জন্য তাগিদ দেয়া জানানো হয়। খ. সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে “নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দের পরিবর্তে “এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দ ব্যবহারের জন্য নির্দেশনা দেয়া হয়েছে। প্রশাসনের বিভিন্ন যানবাহন ও দপ্তরে এখনো এই নির্দেশনার ব্যত্যয় দেখা যাচ্ছে।	১। স্বাস্থ্যবিধি মেনে জেলা প্রশাসনের অধীন ফৌজদারি আদালত পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
	২। ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৮৯৮ এর আওতায় দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির হার বৃদ্ধিসহ প্রমাপ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে। ৩। “নির্বাহী ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দের পরিবর্তে “এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট” শব্দের ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।	বিজ্ঞজেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)

৩. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড অব্যাহত রয়েছে। সভায় মোবাইল কোর্ট পরিচালনার সংখ্যা যাতে না কমে সেদিকে দৃষ্টি রাখার জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধ করা হয়। বিজ্ঞ এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেটগণ মোবাইল কোর্টের জরিমানার টাকা চালানের মাধ্যমে নির্ধারিত খাতে জমাদান এবং অনলাইনে ভেরিফাই করে নিশ্চিতকরণ করছেন। অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেটগণ চালানের অনলাইন ভেরিফিকেশন তদারকি করছেন বলে সভায় জানানো হয়। ইভটিজিং প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখার জন্য অনুরোধ করা হয়। খ) সভায় জানানো হয় যে, যৌন হয়রানি বিষয়ক মোবাইল কোর্টের প্রতিবেদনে পরিচালিত অভিযানকে মোবাইল কোর্ট হিসেবে দেখানো হচ্ছে। অভিযানে মামলা দায়ের না হলে তবে মোবাইল কোর্টের সংখ্যা শূন্য ধরে মন্তব্য কলামে অভিযানের সংখ্যা উল্লেখ করার বিষয়ে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়। গ) সভায় জানানো হয় যে, মোবাইল কোর্ট আপিল মামলার প্রমাপ রয়েছে। গত মাসে সুনামগঞ্জ এবং হবিগঞ্জ জেলার মোবাইল কোর্টের আপিল মামলার নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জিত হয়নি।	ক. মোবাইল কোর্টের প্রমাপ অর্জন নিশ্চিতকরণ এবং ই-কোর্টে তথ্য আপলোড অব্যাহত রাখতে হবে। খ. মোবাইল কোর্ট পরিচালনা বিষয়ে অবহিতকরণ/প্রশিক্ষণ আয়োজন করতে হবে। গ. মোবাইল কোর্টে আদায়কৃত জরিমানার টাকা যথাযথভাবে নির্ধারিত খাতে জমা প্রদান নিশ্চিতকরণ এবং অনলাইনে চালান ভেরিফিকেশন অব্যাহত রাখতে হবে। ঘ. ইভটিজিং প্রতিরোধে মোবাইল কোর্ট পরিচালনার ধারা অব্যাহত রাখতে হবে। এ সংক্রান্ত অভিযানে কোন মামালা দায়ের না হলে তবে সভার আলোচনামতে প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। ঙ. মোবাইল কোর্ট আপিল মামলা নিষ্পত্তির প্রমাপ অর্জন নিশ্চিত করতে হবে।	বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেট (সকল)
৪. ই-নথি ও ই-সার্ভিস সিস্টেমরণের সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে ই-নথি কার্যক্রম চলমান রয়েছে।	ই-নথি কার্যক্রম জোরদার অব্যাহত রাখতে হবে। গৃহীত কার্যক্রমের সার্বিক চিত্র সভায় উপস্থাপন করতে হবে।	ক. জেলা প্রশাসক (সকল); সিনিয়র সহকারী কমিশনার, আইসিটি শাখা, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট
৫. অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেম চালুকরণ সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সীমাবদ্ধতা বিষয়ে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সফট বিডি এবং মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে জেলা প্রশাসকগণ পত্র প্রেরণ করেছেন। সভায় জানানো হয় যে, অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সফটওয়্যারের এখনো সীমাবদ্ধতা রয়েছে। শুধুমাত্র আবেদন গৃহীত হয়, কিন্তু নিষ্পত্তি করা যায় না।	অনলাইন ডিলিং লাইসেন্স সিস্টেমের সমস্যা ও উত্তরণের উপায় এবং সিস্টেম উন্নয়নের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ যোগাযোগ অব্যাহত রাখবেন।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৬. গণশুনানি সংক্রান্ত: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে যথাযথ ফরম্যাট অনুসরণ করে গণশুনানী প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ইউনিট সংখ্যা ঠিক রেখে গণশুনানী প্রতিবেদন প্রেরণ করা হয়েছে। এছাড়া গণশুনানীর প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, প্রমাপ অর্জিত হয়েছে, তবে সুনামগঞ্জ জেলায় ২৬ টি শুনানী বেশি হয়েছে। গত মাসেও সুনামগঞ্জের জেলার ৩০ টি শুনানী বেশি হয়। সভায় জানানো হয় যে, মন্ত্রিপরিষদ কর্তৃক নির্ধারিত দিনের গণশুনানী গণনা করতে হবে, অতিরিক্ত সংখ্যা প্রদর্শন করা যাবে না।	গণশুনানির তথ্য সভার আলোচনা মতে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৭. উঠান বৈঠক অনুষ্ঠান: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিভিন্ন সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক-সভা অনুষ্ঠিত হচ্ছে।	স্বাস্থ্যবিধি মেনে সামাজিক প্রচারণার অংশ হিসেবে উঠান বৈঠক/সভা পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)

৮. করোনা ভাইরাস প্রতিরোধ: সভায় জানানো হয় যে গত সভার সিদ্ধান্তমতে "করোনার দ্বিতীয় দফা সংক্রমণ" পরিকল্পনা গ্রহণ ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। সভায়, মন্ত্রিপরিষদের নির্দেশনা মোতাবেক সকলের মাস্ক পরিধান নিশ্চিতকরণসহ স্বাস্থ্যবিধি প্রতিপালনের বিষয়টি মনিটরিং করার জন্য বিজ্ঞ জেলা ম্যাজিস্ট্রেটদের অনুরোধ করা হয়।	ক. করোনার সংক্রমণ মোকাবেলায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ /সচেতনতামুলক কার্যক্রম গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। খ. মাস্ক পরা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রচারণা/চেক পয়েন্ট/মোবাইল কোর্ট পরিচালনা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৯. কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে তদন্তাধীন অভিযোগের নিষ্পত্তি: সভায় জানান হয় যে, কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগের (যদি থাকে) তদন্ত প্রতিবেদন নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগ তদন্ত করে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সুনামগঞ্জ)
১০. জেলা ব্রান্ডিং: সভায় জানানো হয় যে, গত সভার সিদ্ধান্ত মতে জেলা সমূহে “জেলা ব্রান্ডিং” কার্যক্রম শেষের দিকে রয়েছে। সভায় জানানো হয় যে, সিলেট এবং হবিগঞ্জ জেলার ব্রান্ড বুক কার্যক্রম সম্পূর্ণ হয়েছে। এছাড়া,মৌলভীবাজার ও সুনামগঞ্জ জেলা আগামী ১৫ দিনের মধ্যে সম্পন্ন করবে।	জেলা ব্র্যান্ডিং কার্যক্রমের প্রতিবেদন নিয়মিতভাবে প্রেরণের ধারা অব্যাহত রাখতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১১. ক্ষুদ্র-নৃগোষ্ঠী প্রকল্প সংক্রান্ত: (ক) সভায় জানানো হয় যে গত সভার সিদ্ধান্তমতে সকল জেলা থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের জন্য গৃহীত প্রকল্প তালিকা পাওয়া গেছে। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় থেকে গৃহীত প্রকল্পসমূহ ১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে মর্মে জানানো হয়। ইতোমধ্যে ৪র্থ কিস্তির প্রস্তাব প্রেরণের জন্য বলা হয়েছে। (খ) প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম তদারকি ও সমন্বয় করার জন্য জেলা পর্যায়ে জেলা প্রশাসকগণ উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাদের নিয়ে সভা আয়োজনের বিষয়ে মতামত প্রকাশ করা হয়।	(ক) ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীদের প্রকল্প প্রস্তাব দ্রুততার সাথে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রেরণ প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। (খ) প্রকল্পসমূহের কার্যক্রম আগামী ১৫ এপ্রিল ২০২১ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন করতে হবে। (গ) প্রকল্প বাস্তবায়ন তদারকি ও সমন্বয় করার জন্য জেলা পর্যায়ে সভা আয়োজন করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১২. অডিট আপত্তি ও নিষ্পত্তি: সভায় জানানো হয় যে দীর্ঘদিনের অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির জন্য ত্রিপক্ষীয় সভার কার্যপত্র জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করার জন্য পত্র পাওয়া গেছে।	ক. পেন্ডিং অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ অব্যাহত রাখতে হবে। খ. ত্রিপক্ষীয় সভায় উপস্থাপনযোগ্য অডিট আপত্তি নিষ্পত্তির লক্ষ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে কার্যপত্র প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
১৩. পেন্ডিং তালিকা: গত সভার সিদ্ধান্ত মতে পেন্ডিং তালিকা সম্পর্কে জেলা প্রশাসকগণকে অবহিত করা হয়। পেন্ডিং তালিকা নিষ্পত্তিতে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য সকলকে অনুরোধ করা হয়।	ক. জেলা প্রশাসকগণের নিকট এ কার্যালয়ের পেন্ডিং কাজকর্ম নিষ্পত্তির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। খ. বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়ে জেলা প্রশাসকগণের পেন্ডিং তালিকা প্রতিমাসের ৭ তারিখের মধ্যে প্রেরণ করতে হবে।	জেলা প্রশাসক (সকল)
৪. বিবিধ ক. সভায়, জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল এর চূড়ান্ত মূল্যায়নের অর্জন নিয়ে আলোচনা করা। জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল বাস্তবায়নে চার জেলার চূড়ান্ত মূল্যায়নে ১০০ এর মধ্যে অর্জিত নম্বর সিলেট ৬২.৯১, মৌলভীবাজার ৫৬.৮৭, সুনামগঞ্জ ৪৭.৪৫ এবং হবিগঞ্জ ৩৫.৫৩। সভায় নম্বর কম অর্জিত হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়। বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি এবং জাতীয় শুদ্ধাচার কৌশল প্রণয়ন বাস্তবায়নে অধিকতর যত্নশীল হওয়ার বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। খ. সভায় জানানো হয় যে একই কর্মস্থলে ৩ বছরের অধিক কর্মরত	ক. এপিএ এবং এনআইএস এর কার্যক্রম যথাযথ বাস্তবায়নে অধিকতর যত্নশীল হতে হবে। এ বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণ বিশেষ দৃষ্টি দিবেন। খ. মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের পরিপত্রের আলোকে একই কর্মস্থলে তিন বছরের অধিক কর্মরত কর্মচারীদের বদলির ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। গ. কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগ যৌক্তিক পর্যায়ে রাখতে হবে। আগামী সভায়	জেলা প্রশাসক (সকল)

কর্মচারীদের বদলির বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা রয়েছে। জেলা সমূহে একই কর্মস্থলে তিন বছরের অধিক কর্মরত কর্মচারীদের বদলির বিষয় আলোচনা করা হয়। গ. সভায় জানানো হয় যে বিভিন্ন জেলায় অধিক হারে কর্মচারীদের প্রেষণে নিয়োগের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেছে। প্রাপ্ত তথ্য মতে সিলেট জেলায় ২৮ জন, সুনামগঞ্জ জেলায় ২১ জন, মৌলভীবাজার জেলায় ১৪ জন এবং হবিগঞ্জ জেলায় ১ জন কর্মচারী প্রেষণে নিয়োজিত রয়েছেন। সিলেট, সুনামগঞ্জ এবং মৌলভীবাজার জেলায় অধিক সংখ্যক প্রেষণে কর্মচারী নিয়োগ বন্ধের ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। ঘ. শিক্ষানবিশ সহকারী কমিশনারগণের চাকুরি স্থায়ীকরণের অন্যতম শর্ত কেইস এনোটেশন। মামলা পরিচালনা সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভের জন্য কেইস এনোটেশন অন্যতম শিক্ষণীয় কার্যক্রম। সম্প্রতি লক্ষ্য করা গেছে মামলার নথি যথাযথভাবে প্রস্তুত না করে কেস এনোটেশন প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে কর্মকর্তাগণ মামলা সম্পর্কে যথাযথ শিক্ষা লাভ করছেন না। কেস এনোটেশন যথাযথভাবে সম্পন্ন করার বিষয়ে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের যথাযথ শিক্ষা দানের বিষয়ে সভায় গুরুত্বারোপ করা হয়। ঙ. সভায় জানানো হয় যে, কোভিড১৯ এর কারণে বেশিরভাগ সভা জুম এপস এর মাধ্যমে সম্পন্ন করা হচ্ছে। মাঠপর্যায়ের কর্মকর্তাদের জুম এপস ব্যবহারে অনভ্যস্ততা লক্ষ্য করা গেছে। কর্মকর্তাদের জুম এপস এর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা সৃজনের জন্য তাদের নিয়ে মাঝে-মধ্যে জুম ভিডিও সভা আয়োজনের বিষয়ে সভায় মতামত প্রকাশ করা হয়। চ. সভায় জানানো হয় যে, বিভিন্ন প্রতিবেদন প্রেরণের নির্ধারিত তারিখ সম্প্রতি মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে সংশোধন করা হয়েছে। জেলা প্রশাসকগণকে পরিবর্তীত তারিখ অনুযায়ী প্রতিবেদন প্রেরণের বিষয়ে জেলা প্রশাসকগণকে অনুরোধ করা হয়। ছ. সভায় জানানো হয় যে গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা মতামতসহ ছকে প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করা গেছে নির্ধারিত ছক ছাড়া অনুপস্থিতি সম্পর্কে প্রতিবেদন প্রেরণ করা হচ্ছে। ফলে এ বিষয়ে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগে প্রস্তাব প্রেরণ করা যাচ্ছে না। জ. সভায় জানানো হয় যে জেলা-বিভাগে সহাকারী প্রোগ্রামার এর পদ শূন্য রয়েছে। পদ পূরণের জন্য মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ঝ. সভায় জানানো হয় যে, ল্যামিনেটেড আমন্ত্রণপত্র/কার্ড ব্যবহার না করার জন্য মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ থেকে নির্দেশনা পাওয়া গেছে। মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের নির্দেশনা প্রতিপালনের বিষয়ে সভায় আলোচিত হয়।	প্রেষণে নিয়োজিত কর্মচারীদের তথ্য উপস্থাপন করতে হবে। ঘ. কেস এনোটেশন বিষয়ে শিক্ষানবিশ কর্মকর্তাদের যথাযথভাবে অবহিত করতে হবে। ঙ. কর্মকর্তাদের নিয়ে অধিকহারে জুম ভিডিও সভা আয়োজন করতে হবে। চ. পরবর্তীত তারিখ অনুযায়ী মাসিক প্রতিবেদন প্রেরণ নিশ্চিত করতে হবে। ছ. গুরুত্বপূর্ণ সভায় অনুপস্থিত সদস্যদের তালিকা মতামতসহ নির্ধারিত ছকে প্রেরণ করতে হবে। জ. সহকারী প্রোগ্রামার এর শূন্য পদের তালিকা পাঠাতে হবে। ঝ. ল্যামিনেশন কার্ডের ব্যবহার বন্ধ করতে হবে।	

০৩। সভায় আর কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার

স্মারক নম্বর: ০৫.৪৬.০০০০.০০৫.০৬.০০২.২০.১৮৩

তারিখ: ১৭ চৈত্র ১৪২৭

৩১ মার্চ ২০২১

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

১) জেলা প্রশাসক, সিলেট/সুনামগঞ্জ/হবিগঞ্জ/মৌলভীবাজার

২) সহকারী কমিশনার, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

৩) সাঁটমুদ্রাক্ষরিক-কাম-কম্পিউটার অপারেটর, আইসিটি সেল, বিভাগীয় কমিশনারের কার্যালয়, সিলেট।

মোঃ মশিউর রহমান এনডিসি
বিভাগীয় কমিশনার